দৈনিক বাংলা

7/6/82
1 কলাম 3

060

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বৈত পদ্ধতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যত এখন দ্বৈত পদ্ধতি চলছে। এই দ্বৈত পদ্ধতি শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অননুমোদিতভাবে গজিয়ে উঠা ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর জন্যে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বদলে এসব স্কুলে ইংরেজীর ওপরেই জোর দেয়া হচ্ছে বেশি। মহানগরী ঢাকাতেই এ জাতীয় স্কুলের সংখ্যা দেড় শতাধিক।

এসব কিন্ডারগার্টেনে স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের পাঠ্য বই ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি বেশ কয়েকটি ইংরেজী বই পড়তে হয়। মূলত কিন্ডারগার্টেনে বাংলার চেয়ে ইংরেজীর ওপরই জোর দেয়া হয় বেশি।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করা হলে তারা জানিয়েছেন, কিন্ডারগার্টেনগুলোতে অযৌক্তিকভাবে ইংরেজীর ভার শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই চাপের ভার সইবার ক্ষমতা বা এক্সেপ্টেবিলিটি আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়নি।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ-এ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

এর ফলে অনেক শিশুই তোতা-পাখির মতো ইংরেজী শুধু মুখস্থই করছে, শিখছে না কিছুই।

তারা আরো বলেছেন, অহেতুক এই ইংরেজীর চাপ শুধু শিশুদের মানসিক বিকাশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না—ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্যেও এদের এই ইংরেজী জরুরী নয়। কারণ পরে কোন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ছাত্র বা ছাত্রীটিকে যে ইংরেজী পড়তে হবে তা বোর্ডেরই অনুমোদিত বই। এবং তা অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুলে বোর্ডের যে ইংরেজী বই পড়ানো হয় তারই পরবর্তী ধাপ।

শিক্ষাবিদগণ জোর দিয়ে বলেছেন, কিন্ডারগার্টেন স্কুলে অভিভাবকদের ছাত্রছাত্রী ভর্তির পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে তা প্রধানত ইংরেজীর প্রতি দুর্বলতা, পুত্র-কন্যারা ভালো স্কুলে পড়ছে এই ধরনের একটি অহেতুক তৃপ্তি। অনেকে একে তার সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের একটি অংশ বা শর্ত হিসেবেও দেখেন। এছাড়া বিদেশী চাকরির মোহে অনেকেই এখন নতুন করে ইংরেজীর দিকে ঝুঁকেছেন।

কিন্ডারগার্টেনে একটি ছাত্রকে পড়ানোর সর্বনিম্ন ব্যয় চার শ টাকা। প্রাথমিক শিক্ষায় এতো টাকা ব্যয়ের সামর্থ্য কজনের আছে? অবৈতনিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'পরস্পরবিরোধী' হিসাবে আখ্যায়িত করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এর ফলে সমাজে দুই ধরনের ছাত্র এবং অধিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে।

এই দ্বৈত পদ্ধতির সমালোচনা করে তারা আরো বলেন, দেশে যেখানে প্রাইমারী স্কুলে যাবার যোগ্য শিশুদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ স্কুলে যেতে পারে না, প্রায় ৮২ লাখ শিশুর যেখানে স্কুলে যাবার কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে কিছু ছাত্রছাত্রীর জন্যে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি চালু রাখা শুধু অর্থহীন নয়—প্রচলিত শিক্ষা নীতির প্রতিও একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এর একটি বিপরীত দিকও আছে।

অবৈতনিক, সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা তথা সার্বিক শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়। সে-জন্যেই অভিভাবকগণ কিন্ডারগার্টেনের দিকে ঝুঁকছেন। শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, সর্বাংশে না হলেও এটা আংশিক সত্য যে প্রাইমারী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নত নয়। কিন্তু তার জন্যে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে—নিয়োগ করা যেতে পারে ভালো শিক্ষক—ব্যবস্থা করা যেতে পারে বিশেষ প্রশিক্ষণের—প্রয়োজন বোধে পাঠ্য পুস্তক বা কারিকুলাম পুনর্মূল্যায়ন করে প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন খুবই সম্ভব। প্রাইমারী স্কুলগুলির নিম্নমানও শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বৈত ব্যবস্থা ও দ্বৈত মানের জন্যে দায়ী।

শিক্ষাবিদগণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার সর্বজনীন চরিত্র রক্ষা এবং শিক্ষাকে বিশেষ কোন শ্রেণী বা মহলের মধ্যে কুক্ষিগত করে না রাখা এবং শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের স্বার্থেই অবিলম্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার ওপর জোর দিয়েছেন। সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ আরো উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।